এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৩০, সাপ্তাহিক ২৫ অক্টোবর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 25 Oct 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 30, Rs. 2

সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনে শাস্ত্রমতে দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শারদোৎসবের আবহে নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু হয় শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে সেখানে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ সকলকে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেবী দর্শন ও পুজোয় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আশ্রমের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ১৬ অক্টোবর শুক্রবার ষষ্ঠীর পুজোর মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা। ১৭ অক্টোবর সপ্তমী, ১৯ অক্টোবর মহাষ্টমী এবং ২০ অক্টোবর মহানবমীর বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর অন্যতম আকর্ষণ কুমারী পুজো। দশমীতে পুজো ও দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় দুর্গোৎসব।

প্রতিদিন দেবীর ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা ছিলো। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দুপুরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজোর পাশাপাশি ভক্তদের জন্য রয়েছে দেবী দর্শন ও প্রার্থনার সুযোগ। ভক্তদের দানও সাদরে গ্রহণ করা হয় বলে আশ্রম সূত্রে জানানো হয়েছে।

ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও শাস্ত্রীয় রীতির মেলবন্ধনে সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুর্গোৎসব শারদীয়ার আনন্দে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

জেলা প্রশাসনের বিচারে দার্জিলিং জেলায় দুর্গাপুজোর সেরা কারা ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়িতে সেরা পুজো, প্রতিমা, মণ্ডপ ও সমাজ সচেতনতায় একাধিক ক্লাবের সাফল্য

দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘দেবী দুর্গা সম্মান ২০২৬’-এর ফলাফলে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটি সাফল্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। সেরা পুজো, সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ এবং সেরা সমাজ সচেতনতা;এই চারটি বিভাগে বিজয়ী ক্লাবগুলির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, সেরা পুজো বিভাগে শিলিগুড়ির পুজো কমিটি, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, উত্তরায়ণ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবং মিত্র সম্মিলনী দুর্গাপুজো কমিটি বিজয়ী হয়েছে।

সেরা প্রতিমা বিভাগে দার্জিলিং সদর এলাকার চৌরাস্তা দুর্গাপুজো কমিটি অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, শিলিগুড়ির ভারতনগর তরুণ তীর্থ ক্লাব এবং কার্শিয়াংয়ের সঞ্জীবনী সংঘ সাফল্য পেয়েছে।

সেরা মণ্ডপ বিভাগে শিলিগুড়ির রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, সুব্রত সংঘ এবং খড়িবাড়ি যুব সম্প্রদায় বিজয়ী হয়েছে।

অন্যদিকে, সেরা সমাজ সচেতনতা বিভাগে লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, শিলিগুড়ি সংঘশ্রী এবং সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব সম্মান অর্জন করেছে।

জেলা প্রশাসনের বিচারে এই স্বীকৃতি পুজো কমিটিগুলির শিল্পভাবনা, সৃজনশীলতা, পুজোর আয়োজন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। শিলিগুড়ির পাশাপাশি দার্জিলিং সদর ও কার্শিয়াংয়ের পুজো কমিটিগুলিও এই সম্মানের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

পুজোর আনন্দে বিশেষ শিশুদের পাশে আনন্দময়ী কালিবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশারদোৎসবের আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে শুক্রবার শিলিগুড়িতে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে পুজো পরিক্রমায় সামিল হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনুভব। উৎসবের দিনে এই শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে পাশে দাঁড়ায় আনন্দময়ী কালিবাড়ি।

এদিন দুপুরে আনন্দময়ী কালিবাড়ির উদ্যোগে শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফল। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস জানান, শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। উৎসবের আনন্দে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের সামিল করাও সেই উদ্যোগেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্যেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

উৎসবের আনন্দে প্রাণহানি কেন ?

পুজো শেষ, রয়ে গেল আনন্দের পাশাপাশি এক গভীর শোক। চোরাবাগানে পদপিষ্ট হয়ে ১৯ জনের মৃত্যুর ঘটনা আমাদের উৎসবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। মানুষের ভিড় সামলাতে সামান্য অবহেলাও যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, এই ঘটনা তার মর্মান্তিক উদাহরণ।

ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে পুজো উদ্যোক্তা, প্রশাসন ও পুলিশকে আগাম পরিকল্পনা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, জরুরি চিকিৎসা এবং দ্রুত উদ্ধার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিপজ্জনক ভিড় তৈরি হলে সময়মতো মানুষকে সতর্ক করাও জরুরি।

উৎসব মানুষের আনন্দের জন্য, প্রাণহানির জন্য নয়। আর একটি প্রাণও যেন এভাবে ঝরে না যায়;এটাই হোক আগামী দিনের পুজো আয়োজনের প্রধান অঙ্গীকার।

জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে বাংলার প্রতিনিধি বিষ্ণু, পাশে মায়া সান্যাল ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ক্রীড়া প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল মায়া সান্যাল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। জুনিয়র ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পশ্চিমবঙ্গের হয়ে নির্বাচিত অ্যাথলেট বিষ্ণু কান্ত ঝার পাশে দাঁড়ালেন ডাঃ নির্লিপ্ত সান্যাল। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বিষ্ণু কান্ত ঝার এই নির্বাচন তাঁর ক্রীড়াজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় তাঁর সামনে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই যাত্রায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা জোগাতেই এগিয়ে এসেছে মায়া সান্যাল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট।

ডাঃ নির্লিপ্ত সান্যালের এই উদ্যোগ তরুণ ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ জোগানোর পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রে সামাজিক সহযোগিতার গুরুত্বও তুলে ধরেছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের পাশে সমাজ এগিয়ে এলে তাঁদের স্বপ্নপূরণের পথ আরও সুগম হতে পারে। বিষ্ণু কান্ত ঝার আগামী দিনের ক্রীড়া সাফল্যের জন্য রইল শুভকামনা।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

প্রতিমা বিসর্জনে দূষণ রুখতে বার্তা, বিকল্প ভাবনা জ্যোৎস্নার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুরু হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন। এই সময় মহানন্দা নদীকে দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শহরবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন জানালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা পরিবেশবিদ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কেউ যাতে নদীতে দূষণ ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি না করেন, সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

মহানন্দা নদীকে বাঁচাতে মহানন্দা বাঁচাও কমিটির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জ্যোৎস্না আগরওয়ালারা। নদীর প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা বাড়াতে প্রতি পূর্ণিমায় আয়োজন করা হয় মহানন্দা আরতি।

এবার প্রতিমা বিসর্জনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার ভাবনাও সামনে আনছেন জ্যোৎস্নাদেবী। সূর্যসেন পার্কের পাশে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা মাঠে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে কোনও অনুষ্ঠান বা উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশাসনের কাছে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

জ্যোৎস্না আগরওয়ালার মতে, পৌষ মেলার মাঠে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা গেলে নদীর উপর চাপ কমানোর পাশাপাশি মাটিও সংরক্ষণ করা সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে প্রতিমা তৈরির উপযুক্ত মাটি পাওয়া নিয়েও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর ফলে উদ্বেগ বাড়ছে মৃৎশিল্পীদের জীবন-জীবিকা নিয়েও।

নদী রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মৃৎশিল্পীদের স্বার্থ;এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েই বিকল্প বিসর্জন ব্যবস্থার কথা ভাবছেন তিনি। মহানন্দাকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে একযোগে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন এই পরিবেশপ্রেমী সমাজসেবী।

শতবর্ষে মিত্র সম্মিলনী, পুজোয় ফিরল শিলিগুড়ির হারানো ইতিহাস

১০০তম বর্ষে
মিত্র সম্মিলনীর দুর্গা পূজা
শতবর্ষে মিত্র সম্মিলনী,
পুজোয় ফিরল শিলিগুড়ির হারানো ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একসময় হিলকার্ট রোড দিয়ে ছুটে চলত টয়ট্রেন, পাশাপাশি দেখা মিলত গরুর গাড়িরও। শিলিগুড়ির সেই পুরনো দিনের স্মৃতিকেই দুর্গাপুজোর মণ্ডপে জীবন্ত করে তুললো মিত্র সম্মিলনী। শতবর্ষে পা দেওয়া এই পুজোয় ইতিহাসের ছোঁয়া পেয়ে মুগ্ধ শহরবাসী।

শিলিগুড়ির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শহরের মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগ ও স্মৃতি। আজ শহরে অসংখ্য দুর্গাপুজো হলেও, একসময় প্রাচীন শিলিগুড়ির মানুষের কাছে পুজোর আনন্দ ও বিনোদনের অন্যতম ঠিকানা ছিল এই মিত্র সম্মিলনী।

এবারের পুজোয় অতীতের সেই চেনা ছবি ফিরে আসায় বিশেষ আকর্ষণ তৈরি হয় দর্শনার্থীদের মধ্যে। পুরনো দিনের গরু মোষের গাড়ি ও টয়ট্রেনের স্মৃতি দেখতে ভিড় জমান বিভিন্ন বয়সের মানুষ। নতুন প্রজন্মের দর্শনার্থীরাও এমন ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা দেখে উচ্ছ্বসিত।

শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নাট্যকার বিশ্বজিৎ রায়ও সপরিবারে মিত্র সম্মিলনীর পুজো দেখতে উপস্থিত হন। তাঁর মতো বহু দর্শনার্থী এই ঐতিহ্যবাহী আয়োজন উপভোগ করতে আসেন। শতবর্ষের বিশেষ পুজোয় শহরের অতীতকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য মিত্র সম্মিলনীর কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান দর্শনার্থীরা।

ঐতিহ্য, নস্টালজিয়া ও উৎসবের আনন্দকে একসূত্রে বেঁধে মিত্র সম্মিলনীর শতবর্ষের পুজো যেন নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে শিলিগুড়ির সমৃদ্ধ অতীতকে।

মাল শহরে ৩০ প্রবীণ মায়ের পুজো পরিক্রমা, আনন্দে মাতলেন সকলে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাল শহরে ৩০ জন প্রবীণ মাকে নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করল জিএইচ আর পিস ফাউন্ডেশন। সংস্থার এই উদ্যোগে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন প্রবীণ মায়েরা। তাঁদের সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় হট ওয়াটার ব্যাগ ও তুলসী চারা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ন্যাশনাল সেক্রেটারি বিন্দু শর্মা, ভাইস প্রেসিডেন্ট পম্পা রায়, দেবযানী পাল, উপদেষ্টা সৌরশীষ সাহা, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রিয়জনের মতো সম্মান ও ভালোবাসা পেয়ে প্রবীণ মায়েদের আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো। সংস্থার এই উদ্যোগে উৎসবের আবহে ফুটে উঠল মানবিকতা ও আন্তরিকতার সুন্দর ছবি।

শক্তি, সুরে অনন্যা শর্মিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গৃহবধূর পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির জগতে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা লাহিড়ী। স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা তথা শিলিগুড়ির সুনাম ছড়িয়ে দেওয়ার পর এবার পাওয়ার লিফটিংয়েও নজর কাড়ছেন তিনি। শুধু খেলাধুলা নয়, সঙ্গীতচর্চাতেও তাঁর অনুরাগ ও দক্ষতা প্রশংসনীয়।

সংসার, স্বামী ও কন্যাকে সামলে নানা প্রতিবন্ধকতা জয় করে নিজের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শর্মিষ্ঠা। তাঁর এই পথচলা প্রমাণ করে, ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায় থাকলে একসঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব। দেবীপক্ষের বিশেষ আয়োজনে খবরের ঘন্টা ফেসবুক পেজ ও ইউ টিউব চ্যানেলে ‘পুজোর আড্ডা’য় শুনুন শর্মিষ্ঠা লাহিড়ীর গান, জানুন তাঁর জীবনের লড়াই, সাফল্য ও স্বপ্নের কথা।

সিঁদুর খেলা, ধুনুচি নাচে উমাকে বিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আনন্দের মাঝেও বিষাদের সুর। চার দিনের উৎসব শেষে এবার উমাকে বিদায় জানানোর পালা। বিজয়া দশমী উপলক্ষে শিলিগুড়ির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে সিঁদুর খেলা ও ধুনুচি নাচে মেতে উঠলেন মহিলারা। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল পুজো প্রাঙ্গণ। উৎসবের শেষ মুহূর্তটুকু আনন্দে ভরিয়ে তুলতে শামিল হলেন পুজো উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ দর্শনার্থীরা।

দশমীর তিথি মেনে ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রতিমা নিরঞ্জনের প্রস্তুতি। মায়ের চরণে সিঁদুর নিবেদন করে একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মহিলারা। অন্যদিকে ধুনুচি নাচের ছন্দে জমে ওঠে বিদায়বেলার উৎসব।

এদিকে, শিলিগুড়ির মহানন্দা নদীর লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে শুরু হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন। শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিয়ে পৌঁছচ্ছেন নিরঞ্জন ঘাটে। নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে বিসর্জন পর্ব। মাকে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়ছেন বহু ভক্ত।

কয়েক দিনের উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই বিদায়ের সুর বেজে উঠেছে শহরজুড়ে। সিঁদুর খেলা, ধুনুচি নাচ আর প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে দশমীর আনন্দে মিশেছে মনখারাপের আবেশ। তবে বিদায়ের মধ্যেও রয়েছে নতুন করে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা। তাই উমাকে বিদায় জানিয়ে সকলের একটাই প্রার্থনা; ‘আসছে বছর আবার এসো মা।’

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

প্রতিমা বিসর্জনে নয়া প্রযুক্তি, কনভেয়র সিস্টেম শিলিগুড়িতে

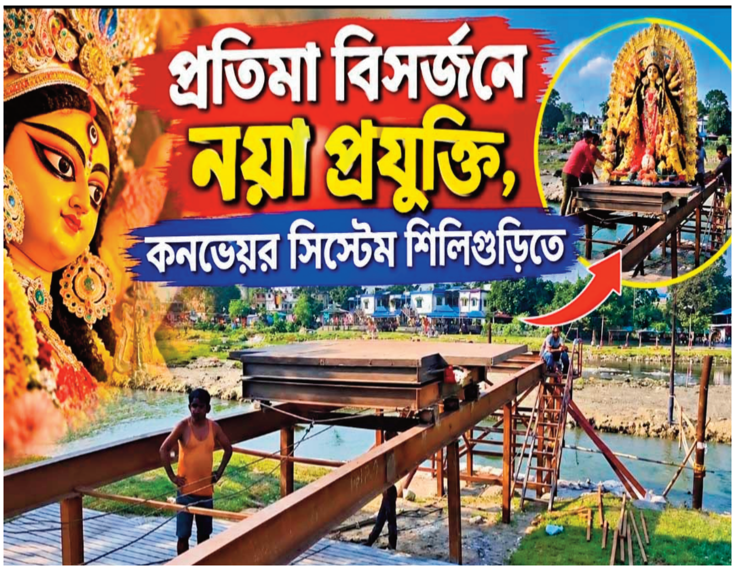

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃদুর্গাপুজোর প্রতিমা বিসর্জন প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও সহজ করে তুলতে নয়া উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বিসর্জন ঘাটে তৈরি করা হয় বিশেষ কনভেয়র সিস্টেম। এই আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি, ধর্মীয় রীতি, ঐতিহ্য এবং প্রতিমার প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর শিলিগুড়ির এই বিসর্জন ঘাটে প্রায় ২০০-রও বেশি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন করা হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়ে ঘাটে ভিড়, নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই দিকটি মাথায় রেখেই কনভেয়র সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সরকারি নির্দেশিকা মেনেই এই ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জনের সময় যাতে কোনওরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয় এবং গোটা প্রক্রিয়া নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়, সেদিকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয় পুরনিগম। একইসঙ্গে বিসর্জনের মতো ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়ায় যাতে কোনওভাবেই ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না লাগে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যও রয়েছে এই উদ্যোগের পিছনে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রচলিত ধর্মীয় রীতির মধ্যে সমন্বয় রেখে প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করাই শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 30

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)